بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬৭তম নববর্ষের ঘোষণা এবং বিগত বছরে এই খাতে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন ঈমানোদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা এবং ফিলিস্তিনী নিরীহ জনগণের জন্য দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ০৫ জানুয়ারী, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) সূরা সাফের ১১-১৩নং আয়াত তেলাওয়াত করে বলেনঃ

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, হে লোকসকল, যারা ঈমান এনেছো! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসা সম্পর্কে অবগত করব যা তোমাদের এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করো আর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধনসম্পদ এবং প্রাণের মাধ্যমে জিহাদ করো, এটি তোমাদের জন্য অনেক উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞান রাখো। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন আর তোমাদের এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। আর এমনসব পবিত্র গৃহেও (প্রবেশ করাবেন) যেগুলো চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে রয়েছে। এটি অনেক বড় সফলতা। (সূরা আস সাফ্‌ফ: ১১-১৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-বলেছেন, আমাকেও মূসায়ী মসীহ্‌র অনুরূপ করে প্রেরণ করা হয়েছে; যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) ক্ষমা ও মার্জনার শিক্ষা দিয়েছিলেন তেমনিভাবে আমাকেও দয়া, ক্ষমা, শান্তি ও সন্ধির ইসলামী শিক্ষাসহ মুহাম্মদী মসীহ্ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে; ধর্মীয় যুদ্ধ রহিত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এই যুগ ইসলামের সৌন্দর্য প্রচারের জিহাদের যুগ আর সেই কলমের জিহাদ পরিচালনার জন্যও প্রাণ, সম্পদ, সময় উৎসর্গ করা সেভাবেই আবশ্যক যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরবানীর

প্রয়োজন ছিল।

এই যুগে যেখানে জাগতিকতার প্রতি সবার তীব্র আকর্ষণ, ধর্মের প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পেয়েছে– এমন সময়ে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য কুরবানী করাটাই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের উপায় ও লাভজনক বাণিজ্য, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লাও সূরা সাফের উক্ত আয়াতগুলোতে বলেছেন। তাই মসীহ্ মাওউদের যুগে আর্থিক জিহাদ এক বিশেষ কাজ এবং এর মাধ্যমেই জীবন উৎসর্গের প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেইসাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং নৈকট্যও লাভ হয়।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন: অর্থাৎ তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করো না? আসলে তো সবকিছু আল্লাহ্ তা'লাই দেন; তবুও তিনি তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেয়ার জন্য বলেন, 'আমার পথে কুরবানী করো।' আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি বিশ্বাস থাকার দাবি হচ্ছে, আমরা যেন তাঁর পথে কুরবানী করি। আবার সূরা বাকারার ১৯৬নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা সতর্ক করে বলেন, 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিপতিত কোরো না।' কাজেই, যারা আল্লাহ্ তা'লারই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে না– তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। বর্তমানে আর্থিক জিহাদই নফসের জিহাদ বা আত্মিক পরিশুদ্ধির জিহাদের মাধ্যম। কারণ মানুষ যখন তার অসংখ্য পার্থিব আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে ধর্মের খাতিরে কুরবানী করে তখন সেটিই নফসের জিহাদে পরিণত হয়। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না। তিনি এমন এক বাণিজ্যের সংবাদ দিয়েছেন যার ফলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয় এবং তা শাস্তি থেকে রক্ষাকারী ব্যবসা। জাগতিক ব্যবসা তো কেবল জাগতিক লাভের জন্য হয়ে থাকে, আর তাতে কখনো কখনো মানুষের লোকসানও হয়ে থাকে। কিন্তুযারা পবিত্র নিয়্যত বা সংকল্প নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে দেয় তারা উভয় জগতেরই পুরস্কার লাভ করে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ কেবল আহমদীরাই আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য বোঝে এবং আল্লাহ্‌র পথে দানকৃত তাদের তুচ্ছ ও সামান্য পরিমাণ অর্থের মাধ্যমে অশেষ কাজ সম্পাদন হয়। জামা'তের উন্নতিই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। দরিদ্র আহমদীরা সামান্য পরিমাণ অর্থ কুরবানী করেন আর আল্লাহ্ তা'লা তার মাধ্যমে বিশাল কাজ করিয়ে দেন। এর অজস্র উপমা রয়েছে যা আমি বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করে থাকি। আজও বর্ণনা করব। যারা স্বচ্ছল ও সম্পদশালী– এসব ঘটনা শুনে তাদের নিজেদের কুরবানীর মান ও অবস্থান পর্যালোচনা করা উচিত এবং আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

মহানবী (সা.) বলেছেনঃ অর্ধেক খেজুর দিয়ে হলেও আগুন থেকে বেঁচে থাক। অনুরূপভাবে তিনি (সা.) বলেন, কৃপণতা থেকে সাবধান। লোভই পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছিল। সাহাবাগণের অবস্থা এরূপ ছিল যে, যখন কোনো আর্থিক তাহরীক হতো, তখন তারা কাজে বের হতেন এবং যা উপার্জন করতেন, তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করতেন। এইরূপ বিশ্বস্ত অনুসারী মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.) এর নিষ্ঠাবান সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কেও দান করেছেন। আহমদীয়াতের ইতিহাস এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ তাআলা এই ত্যাগ স্বীকারকারীদের আন্তরিকতা নষ্ট করেননি। তাই এই সাহাবীদের বংশধর

এবং যারা কুরবানী করেছেন তাদেরও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা এই বুজুর্গদের ত্যাগের ফসল।

হুযুর আনোয়ার রিপাবলিক অব সেন্ট্রাল আফ্রিকা, কাযাকিস্তান, ফিলিপাইন, ক্যামেরুন,তানজানিয়া, টোগো, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ও ভারত সহ বিশ্বের বহু দেশের নিষ্ঠাবান আহমদীদের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন। এরই ধারাবাহিকতায় বলেনঃ

সিরাজ সাহেব সাওয়ান্ত ওয়াড়ি ভারতের একজন আহমদী, তিনি বলেন যে আমি নিজের চোখে দেখেছি মালী কুরবানীর কল্যাণ। কোভিড মহামারীর কারণে আমার ওয়াকফে জাদিদ আদায় করা বাকি ছিল। দুই-তিন বছর ধরে বৃষ্টির পানিতে আমার বাগানের কাঠ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ক্রেতা খুঁজতে থাকলাম, কাউকে পেলাম না। তিনি বলেন, ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদিদ এসে চাঁদা চাইলে আমি সঙ্গে সঙ্গে দুই হাজার টাকা বের করে দিই। তারপর বলেন, যে ক্রেতা দাম নির্ধারণ করেও পণ্য নিচ্ছিল না দুই দিনের মধ্যে হঠাৎ সে এসে বিশ হাজার টাকা দিয়ে পুরো মালামাল নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ তাআলা দুই হাজার টাকা বাড়িয়ে আমাকে বিশ হাজার টাকা ফেরত দিয়েছেন, নইলে বছরের পর বছর ধরে যে মালামাল নষ্ট হয়ে আসছে তা ভবিষ্যতেও নষ্ট হয়ে যেতে পারত।

নাইজারের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে মুয়াল্লিম সাহেব গেলে সেখানকার নিষ্ঠাবান আহমদীরা সাধ্যানুসারে চাঁদা দিচ্ছিলেন; হঠাৎ একজন অ-আহমদী এসে আপত্তি জানায় যে, 'আপনারা আমাদের দরিদ্র লোকদের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছেন, অথচ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। অন্য মুসলমান সংগঠন আমাদের জন্য কিছু নিয়ে আসে, আর আপনারা উল্টো চাচ্ছেন!' মুয়াল্লিম সাহেবের কিছু বলার আগেই গ্রামের আহমদীরা অত্যন্ত আবেগের সাথে তাকে উত্তর দিয়ে বলেন, অন্যরা সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু কেউ তো আমাদের ইসলাম শেখায় না! আহমদীয়াত আমাদেরকে ইসলাম শিখিয়েছে। আর মুয়াল্লিম সাহেব চাঁদা নিতে আসেন না; তিনি আমাদের সেই কাজের প্রতি উৎসাহ দিতে আসেন যা মহানবী (সা.)-এর যুগে সাহাবীরা করতেন, যার প্রতিদান আমরা কেবল ইহকালেই নয় বরং পরকালেও লাভ করব! এরূপ ঈমান ও কুরবানীর স্পৃহা এবং মানসিকতা আল্লাহ্ তা'লা দূরদূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী নবাগত আহমদীদের মাঝেও সৃষ্টি করে দিচ্ছেন।

হুযূর (আই.) এরপর ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬৬তম বর্ষের সমাপ্তি ও ৬৭তম বর্ষের সূচনার ঘোষণা দেন এবং ৬৬তম বর্ষের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এই খাতে মোট ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৪১ হাজার পাউন্ড কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে যা গত বছরের তুলনায় ৭ লক্ষ ১৮ হাজার পাউন্ড বেশি।

সামগ্রিকভাবে চাঁদা প্রদানের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য, দ্বিতীয় কানাডা ও তৃতীয় জার্মানি; এরপর যথাক্রমে আমেরিকা, পাকিস্তান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামা'ত ও বেলজিয়াম।

আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ দেশগুলো হলো যথাক্রমে মরিশাস, ঘানা, বুর্কিনা-ফাসো, তানজানিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, মালি, উগাণ্ডা ও সিয়েরালিওন। পাকিস্তানে মুদ্রামানে প্রবল ধ্বস নেমেছে তারপরও তারা অনেক কুরবানী করেছে।

এবছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৪৪ হাজার নতুন অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এবছর এই চাঁদার খাতে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার।

সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যারা অসাধারণ প্রচেষ্টা করেছে তাদের মধ্যে প্রথম হলো কানাডা, এরপর যথাক্রমে তানজানিয়া, ক্যামেরুন, গাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, গিনি-বিসাও, কঙ্গো-কিনশাসা প্রভৃতি দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল কুরবানী প্রদানকারীর ঈমান ও একীন এবং জনবল ও সম্পদে প্রভূত সমৃদ্ধি দান করুন। (আমীন)

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) পুনরায় ফিলিস্তিনী নিরীহ জনগণের জন্য দোয়ার আহ্বান জানান; ইসরাঈলী সরকারের দুরভিসন্ধির উল্লেখ করে তিনি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান এবং আহমদীদেরকে নিজ নিজ গণ্ডিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে জনমত গঠনের ও সোচ্চার হবার নির্দেশনা পুনর্ব্যক্ত করেন। মুসলমানরা যেন যুগ-ইমামকে চিনতে ও মান্য করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের দুরাবস্থার অবসান ঘটাতে পারে– সেজন্যও হুযূর দোয়া করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
5 January 2024
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in